-ঃ আর্থিক সহায়তায় ঃ-
কৃষি প্রযুক্তি পরিচালন সংস্থা (ATMA) ● পশ্চিম মেদিনীপুর

-ঃ সম্পাদনায় ঃ-
মানস কুমার ঘোষ, ফার্ম ম্যানেজার

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

(খ) পলাশ গাছে আংশিক ফসল কাটা ঃ-

জুন / জুলাই মাসে পরিণত হলে বীজ লাক্ষা কেটে নিতে হবে।

এই বীজ লাক্ষা হয় অন্য গাছে সঞ্চারনের জন্য ব্যবহার করতে পারেন নতুবা ফসল কাটবেন।

(গ) সম্পূর্ণ ফসল কাটা ঃ-

কুসুমের ক্ষেত্রে আগহনী ফসল জানুয়ারী ' ফেব্রুয়ারী এবং জেঠুই ফসল জুন / জু লাই মাসে। পলাশের ক্ষেত্রে বীজ লাক্ষা খন্ত থেকে অক্টোবর / নভেম্বর এবং বৈশাখী আরি এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি।

গ্রীষ্মকালে হলুদ দাগ দেখা দেবার এক সম্পাহ আগে।

গ্রীষ্মকালে (আগ্হনী ও কাত্কী) দুই একটি শিশুকীট নির্গত হতে দেখলে।

কীভাবে ঃ- কুসুম গাছে ফসল কাটার সময় গাছ ছাঁটাই-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে।

মাঠে বীজ লাক্ষা বাছাই-এর কাজ সেরে নিতে হবে।

উন্নত পদ্ধতিতে লাক্ষা চাষ

- প্রকাশনায় -

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
কাপগাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন- ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ- ০৩২২১-২৬৭২৬৭
Website:- sevabharatikvk.org
E-mail:- sevabharatikvk@yahoo.co.in

লাক্ষা চাষের পদ্ধতি

লাক্ষা হল এক প্রকারের প্রাকৃতিক রজন যা ক্ষুদ্র লাক্ষাকীটেরা শিশুকীট এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য মিঃসরণ করে। লাক্ষার চাষ কিছু আশ্রয়বৃক্ষের কচি ডালের উপর করা হয়। লাক্ষা কীট দুই প্রকার হয়। যেমন- রঙ্গিণী ও কুমুমী। দেশের অধিকাংশ লাক্ষা চাষ অঞ্চলের প্রত্যেক প্রকার কীট বছরে দুবার জীবন চক্র পূর্ণ করে অর্থাৎ বছরে দুবার ফসল দিয়ে থাকে।

লাক্ষা কীটের প্রকার ভেদ ঃ-

(১) রঙ্গিণী -

(ক) কাতকী (বর্ষা) - সংক্রমন- জুন/ জুলাই,
ফসল কাটা অক্টোবর/ নভেম্বর (চারমাস)

(খ) বৈশাখী (গ্রীষ্ম) -সংক্রমন -অক্টোবর/ নভেম্বর,
ফসল কাটা- জুন / জুলাই (আট মাস)।

(২) কুসুমী -

(ক) আগহণী (শীত)- সংক্রমন- জুন / জুলাই ,
ফসল কাটা- জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী (ছয়মাস)।

(খ) জেঠুই (গ্রীষ্ম) -সংক্রমন- জানুয়ারী /ফেব্রুয়ারী,
ফসল কাটা - জুন /জুলাই (ছয় মাস)।

প্রধান আশ্রয়বৃক্ষ

রঙ্গিণী - পলাস
- কুল
কুসুমী - কুসুম

রঙ্গিণী ও কুসুম ছ- বলবাৎ, আকাশমণি, ডালিয়া, কুল, খয়ের, সেমিয়ালাতা, অড়হড়।

লাক্ষা চাষের বিভিন্ন ধাপ ও কার্য প্রণালী

(১) গাছ ছাঁটা ঃ- আশ্রয়বৃক্ষের অবাঞ্চত ডাল কাটা

কখন ঃ - পলাশ, কু, গলবাং, এবং ডালিয়াতে সংক্রমন এর ছয় মাস আগে।

কুসুম, আকাশমণি সংক্রণের আঠারো মাস আগে।

পলাশ : কাতকী :- ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি।
বৈশাখী ঃ- এপ্রিল
কুল ঃ- বৈশাখী ঃ- এপ্রিল
কুসুম ঃ- আগহণী ঃ জানুয়ারী / ফেব্রুয়ারী
জেঠুই ঃ- জুন / জুলাই

কীভাবে ঃ-

- ২.৫ সেমি এর থেকে বশী ব্যাস বিশিষ্ট ডাল কাটা উচিৎ নয়।
- ১.৫ সেমি এর থেকে কম ব্যাস সিশিষ্ট ডাল গোড়া থেকে কাটা উচিৎ।
- ১.২৫ থেকে ২.৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট শাকা গোড়া থেকে ৩০-৪০ সেমি বাদ দিয়ে কাটা উচিৎ।

সংক্রমণ বা সঞ্চারণ ঃ-

আশ্রয়বৃক্ষের শাখায় বীজলাক্ষার গুচ্ছ বাঁধা।

কখন ঃ- কুসমী জাতির জেঠুই এবং আগহনী ফসলের জন্য যথাক্রমে জানুয়ারী / ফেব্রুয়ারী এবং জুন / জুলাই মাসে।

রঙ্গিণী জাতির বৈশাখী এবং কাতকী জন্য যথাক্রমে অক্টোবর / নভেম্বর এবং জুন/জুলাই মাসে।

কীভাবে ঃ- বীজলাক্ষাকে ১৫-২০ সেমি এর টুকরো করে কেটে নিন।

শত্রুপোকার নির্গমন কমাতে বীজ লাক্ষাকে ইথোফেনপ্রক্স ১০ ইসি ২ এমেল প্রতি লিটার দ্রবড়ে ৮-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন।

বীজ লাক্ষার গুচ্ছ (প্রাই ১০০ গ্রাম ওজনের) তৈরী করে গাছের ডালে বাঁধার জন্য গুচ্ছের দুই প্রান্তেই কিছুটা করে সুতলী বাড়তিক রাখুন।

৬০ সেমি নাইলনের থলি (৩৩ ১০ সেমি) তৈরী করে তার মধ্যে বীজ লাক্ষা ভরে সঞ্চারণ করবার জন্য শাখায় বাঁধুন।

বীজ লাক্ষার গুচ্ছ নতুন শাখার উপরের দিকে সমান্তরাল করে বাঁধুন।

ফুস্কি অপসারণ

ব্যবহৃত বীজলাক্ষার স্ত্রী কীট কোষ থেকে শিশুকীট নির্গমণ সম্পূর্ণ হবার পর ঐ বীজলাক্ষাকে ফুস্কি বলা হয়।

কখন ঃ- শিশুকীট নির্গমন শেষ হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ফুস্কি সরান।

সাধারণত শিশুকীট নির্গমনণ ৩ সপ্তাহের ভিতর সমাপ্ত হয়।

কীভাবে গাছে না চড়ে একটা বাঁশের মাথায় ছোট দা বা ফুস্কি সরানোর আঁকাশী বেঁধে সেটা ব্যবহার করুন।

(৪) **কীটনাশক ছিটানো ঃ-** কীটনাশকের দ্রবণ প্রস্তুত করে তা ফসলের উপর ছিটিয়ে দিন।

বৈশাখী আরি ফসলে ঔষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

কখন ঃ- সঞ্চারনের একমাস পর। প্রয়োজন হলে প্রথম বার প্রয়োগের একমাস পরে ২য় বার প্রয়োগ করুন।

পুরুষকীট নির্গমনের পূর্বে অথবা সঙ্গম হবার পরই শুধুমাত্র ঔষধ প্রয়োগ করুন।

কীভাবে ঃ- ইথোফেনপ্রক্স ১০ ইসি কীট নাশকের ০.০৫ দ্রবন (১৪ লিটার জলে ২৮ এমেল ইথোফেনপ্রক্স) এবং কার্বেন্ডাজিম ৩ গ্রাম ১৪ লিটার জলে প্রস্তুত করে এক সঙ্গে তা ছিটাবার জন্য ব্যবহার করুণ।

লাক্ষা সম্বলিত শাখার উপরই কেবল ঔষধ প্রয়োগ করুন।

(৫) ফসল কাটা ঃ-পলাশ এবং কুল গাছে আরি কাটা ঃ- এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে আরি লাক্ষা (আসরিপক্ক) কাটবার সাথে সাথে গাছ ছাটার কাজও করে ফেলতে হবে। ছাড়ানো লাক্ষা ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে।